ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 160-168
www.athenajournalcbm.in

মুর্শিদাবাদ জেলার এক্তিয়ারের বিবর্তন (১৭৮৬-১৯৮১): একটি ঐতিহাসিক অধ্যয়ন

প্রদ্যুৎ মণ্ডল*

প্রাপ্ত: ১১.০২.২০২৪ পরিমার্জন: ২৬.০৫.২০২৪ গৃহীত: ০২.০৬.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *ঔপনিবেশিক ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলা গঠনের অনুমোদন দেন। এই দিন থেকেই মানচিত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা স্থান পায়। একইসঙ্গে জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে ইতিহাসে। তবে জেলা রূপে আত্মপ্রকাশ হওয়ার পরেও বিভিন্ন সময়কালে মুর্শিদাবাদ জেলার এক্তিয়ারের বহু পরিবর্তন করা হয়। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে ফতেসিং পরগনাকে যোগ করা হয় আবার মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমকে বিয়োগ করা হয়। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার ২৫০টি গ্রামকে বীরভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। উনিশ শতকে বিশেষকরে সাতের দশকে জেলার অধিক্ষেত্রের বড় বড় সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমে অবস্থিত বীরভূম থেকে ৩৯টি গ্রাম ও সাঁওতাল পরগনা থেকে ৭টি গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আবার ঐ একই বছরে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় ১৭০টি গ্রামকে কেটে নিয়ে বীরভূম জেলার সঙ্গে যোগ করা হয়। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বারওয়ান (১০৮ বর্গমাইল) থানাকে বীরভূম থেকে বিয়োগ করে মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যোগ করা হয় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমা থেকে রামপুরহাট ও নলহাটি থানাদুটিকে কেটে নিয়ে বীরভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অবশ্য ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রায় থিতু হয়। কারণ এরপর অথবা কুড়ি শতকেও মুর্শিদাবাদ জেলার অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে জেলার আকৃতির কোন আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। তবে জেলার এক্তিয়ারের পরিবর্তনের পশ্চাতে যেমন অনেক কারণ ছিল তেমনই জনজীবনের উপর এই ঘটনার বহু প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, এই নিবন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলার এক্তিয়ার বা অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন ও বিবর্তনের বিস্তৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *মুর্শিদাবাদ, এক্তিয়ার, বীরভূম, কর্নওয়ালিস, জেলা, সীমারেখা, আয়তন, থানা, জনগণ, সংযোজন, বিয়োজন।*

*পিএইচ.ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: pmondal9169@gmail.com

মুর্শিদাবাদ ভারতীয় উপমহাদেশের একটি অন্যতম শাসনতান্ত্রিক জেলা। এটি ভারতের ৬৪১টি জেলার মধ্যে নবমতম জনবহুল জেলা। পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মাঝখানে অবস্থিত। জেলাটি দেখতে অনেকটা সমদ্বিবাহু ত্রিভূজের মতো। এটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্যতম একটি পিছিয়ে পড়া জেলা হিসাবেও পরিগণিত। আবার মুর্শিদাবাদ জেলা নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। জেলাটি বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত। এটি পশ্চিমে বীরভূম ও ঝাড়খন্ডের সাঁওতাল পরগনা জেলা দ্বারা সীমাবদ্ধ; উত্তর-পূর্বে মালদা ও বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা দ্বারা সীমাবদ্ধ[১] এবং দক্ষিণে বর্ধমান ও নদীয়া জেলা দ্বারা সীমাবদ্ধ। বর্ধমান, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার কোন প্রাকৃতিক বেড়া বা সীমারেখা নেই। জেলার উত্তর-পূর্ব সীমানা থেকে গঙ্গা বা পদ্মা নদী প্রবাহিত হয়ে জেলাকে মালদা ও বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা থেকে আলাদা করেছে।[২] আবার দক্ষিণ সীমানায় জলঙ্গি নদী জেলাকে নদীয়া জেলা থেকে পৃথক করেছে। এছাড়াও অবস্থানের দিক দিয়ে, মুর্শিদাবাদ জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ২৩°৪৩'৩০" উত্তর অক্ষাংশ থেকে এবং ২৪°৫০'২০" উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। জেলার পূর্বতম প্রান্তটি ৮৭°৪৯'১৭" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং এর পশ্চিমতম প্রান্তটি ৮৮°৪৬' দ্বারা চিহ্নিত।[৩]

ভূ-প্রাকৃতিক দিক দিয়ে জেলাটিকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। অঞ্চল দুটির একটি রাঢ় অপরটি বাগড়ি নামে পরিচিত। এ জেলার পশ্চিম দিকের অঞ্চলগুলি রাঢ় নামে পরিচিত।[৪] আবার জেলায় ভাগীরথী নদীর পশ্চিম পাড়ের স্থানগুলি রাঢ় অঞ্চল নামে অভিহিত। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল বলতে বর্তমানে ফারাক্কা, সুতি, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘী, নবগ্রাম, খড়গ্রাম, কান্দি প্রভৃতি থানার অন্তর্গত স্থানগুলিকে বোঝায়।[৫] জেলার পূর্বদিকের অঞ্চল বা ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাড়ের অঞ্চলগুলিকে বাগড়ি বলা হয়। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ, লালগোলা, ভগবানগোলা, রাণীনগর, জলঙ্গি, ইসলামপুর, ডোমকল, নওদা, হরিহরপাড়া, বেলডাঙ্গা ইত্যাদি থানার অন্তর্গত স্থানসমূহ বাগড়ি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

ঔপনিবেশিক ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলা গঠনের অনুমোদন দিয়েছিলেন।[৬] এই দিন থেকেই মানচিত্রে মুর্শিদাবাদ জেলা স্থান পায়। একইসঙ্গে জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে ইতিহাসে।[৭] বর্তমানে জেলার মোট আয়তন ৫৩২৪ বর্গকিলোমিটার (২০৬২ বর্গমাইল); যার নগর এলাকার আয়তন ১২৮.৮৯ বর্গকিলোমিটার এবং গ্রামীণ এলাকার আয়তন ৫১৯৫.১১ বর্গকিলোমিটার।[৮] আঠারো শতকের আটের দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ শতকের আটের দশকের একেবারে গোড়া পর্যন্ত সময়কালের মধ্যবর্তী পর্যায়ে একাধিক পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের জেলার আয়তন নির্দিষ্ট হয়েছে। তবে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের পর জেলার এক্তিয়ারের পরিবর্তন না ঘটার দরুণ আয়তনেরও আর কোন রকম পরিবর্তন হয়নি।

মুর্শিদাবাদ জেলা বিভিন্ন সময়কালে তার এক্তিয়ারের ক্ষেত্রে অসংখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল। যেহেতু ইংরেজ ইস্ট কোম্পানি পূর্বতন রাজস্ব বিভাগগুলিকেই অনুসরণ করে জেলা গঠন করেছিল বা ইংরেজ যুগের প্রথমদিকে জেলা গঠন করার সময় রাজস্ব সংগ্রহের এলাকাগুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাই বিভিন্ন জায়গার শাসনকার্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। এই কারণে পরবর্তীকালে বহুবার জেলার অঞ্চলগুলির পরিবর্তন সাধন করা হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে জেলা গঠনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বড় বড় পরিবর্তনসমূহ সংগঠিত হয়েছিল, তা মিস্টার দাউসনের একটি চিঠির সারাংশ থেকে বোঝা যায়। প্রসঙ্গত দাউসন ছিলেন 'বোর্ড অব রেভিনিউ'-এর সদস্যদের মধ্যে 'চিফ অব মুর্শিদাবাদ'। তিনি ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর তারিখের চিঠিতে লিখেছিলেন যে, "The Zilla of Murshidabad is so changed from what it previously was that had I all the plans which at times have been made thereof before me, it will be difficult to point out with any degree of accuracy my mutilated Chief-ship, it is so intersected and interspersed".[৯]

কমিটি অব রেভিনিউ-কে ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউ-এ রূপান্তরিত করা হয়।[১০] স্যার জন শোর ছিলেন এই সংস্থার সভাপতি। তিনি রাজস্ব সংগ্রহালয়ের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। এই

পরিকল্পনায় তিনি সুপারিশ (Suggest) করেছিলেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে ফতেসিং পরগনাকে যুক্ত করা হোক। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ ক্যালকাটা গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে ফতেসিং পরগনাকে সংযুক্ত করা হয়।[১১] এটি ছিল জেলার রাজস্ব আদায়ের এক্তিয়ারের পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা।

১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সমাহর্তাকে সিভিল জর্জ ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ শহরে অবশ্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে মুর্শিদাবাদ শহরের সীমার মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য একটি জেলা আদালত গঠন করা হয়েছিল। যাই হোক, এই সময় বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দুটি অঞ্চলে অনেক সময় ধরে গোলোযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। এই কোলাহলপূর্ণ অবস্থার জন্য ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দায়ী ছিল। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের কারণে বাংলা প্রদেশ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দুর্দশা ও দারিদ্র্যের ফলস্বরূপ সারা দেশে হাহাকার শুরু হয়েছিল। মানুষ নৃশংস কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। পাহাড়ী দস্যুদের অসামাজিক কাজকর্ম ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। অঞ্চলদুটির রাজাগণ আর জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে অবস্থা এমন গুরুতর আকার ধারণ করেছিল যে ব্রিটিশ শক্তির হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ১৭৮৫ খিষ্টাব্দের মে মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার কালেক্টর ঘোষণা করেছিল যে, বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এই ধরণের সশস্ত্র দস্যুবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অক্ষম ও কর্তৃপক্ষের শক্তি একেবারে নিঃস্ব।[১২] তাই তিনি চারশ পাহাড়ী দস্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠানোর আবেদন জানান। এক মাস পর অর্থাৎ জুন মাসে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় এক হাজারের কাছাকাছি। তারা সংগঠিতভাবে নিম্নভূমিতে হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।[১৩] পরের বছর অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পরিস্থিতি আরও বিপদজনক জায়গায় পৌঁছায়। কারণ এই সময় পাহাড়ী দস্যুরা কয়েকটি জায়গায় স্থায়ী ছাউনী গড়ে তোলে। রাজস্ব রাজকোষে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা পথে লুঠতরাজ চালাতে থাকে।[১৪] ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক কাজকর্ম একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো উপক্রম হয়। ফলত এটি পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়েছিল যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিভাগগুলির পুনর্গঠনের সময় লর্ড কর্নওয়ালিস বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোন সাময়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না; মুর্শিদাবাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের মতো প্রত্যন্ত দুটি অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করা হলে অঞ্চলদুটিকে কখনোই পাহাড়ী দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।[১৫] এখন অঞ্চলদুটির শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার প্রয়োজন, যিনি বীরভূম ও বাঁকুড়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন। ফলত তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত বীরভূম (পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত) ও বিষ্ণুপুরকে (দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত) একত্রিত করে ব্রিটিশ শাসনাধীন একটিমাত্র জেলায় পরিণত করেন।[১৬] এরপর তিনি ডব্লু. পাই. এস্কোয়ারকে বীরভূম ছাড়াও বিষ্ণুপুরের কালেক্টর হিসাবে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করেন। এই ঘটনাটিও ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ মাসে ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৭]

এরপর পাঁচ বছর সময়কাল পর্যন্ত জেলার অধিক্ষেত্রের কোন পরিবর্তনের কথা জানা যায়নি। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেল একটি আদেশ জারি করেছিল। যেখানে বলা হয়েছিল যে,— পদ্মা নদীর পশ্চিম তীরে রাজশাহীর যে সমস্ত মহলগুলি অবস্থিত, তার একাংশ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হবে; বাকি মহলগুলি অর্থাৎ যেগুলি নদীয়া জেলার নৈকট্যে অবস্থিত সেগুলিকে নদীয়া জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। আর, পদ্মা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত তাহেরপুর, লস্করপুর, ও অন্যান্য মহলগুলিকে রাজশাহীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। এই আদেশে আরও বলা হয়েছিল যে, উক্ত পরিবর্তনগুলি বাংলা বছরের শুরু থেকে অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে কার্যকরী হবে। অতএব মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানা এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল যাতে জেলার সীমানা পদ্মা বা গঙ্গার নদীর উভয় তীরে না থাকে। এরপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর মুর্শিদাবাদের দেওগ্রাম, বামিনপাড়া, বেলগ্রাম ও সুলতানপুরসহ[১৮] ২৫০টি গ্রামকে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বীরভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া

জেলার কিছু অংশ মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর, ১৭৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে সীমানা সমন্বয়ের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানান্তর ছাড়া আর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই ভাবে বারংবার জেলার সীমান্ত অঞ্চলগুলিকে কাটাছেঁড়া করে জেলাকে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে সংকুচিত করা হয়।

উনিশ শতকেও জেলার অধিক্ষেত্রের সংযোজন ও বিয়োজন অতি মাত্রায় অব্যাহত ছিল। অধিকন্তু এই শতকের প্রথম দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময় জেলার পুরানো ঐতিহ্যকে মুছে দিয়ে জেলাকে একেবারে বিলোপ করার কথা ভাবা হয়েছিল। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলাকে একটি পৃথক জেলা হিসাবে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলার চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল।[১৯] এই সময়েই জেলার বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয় বিলোপ করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলাকে বিলোপ করে বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। কিন্তু ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার ছয়টি থানা যেমন,—শাকুলিপুর, পাঁচথুপি, দুনগ্রাম, পালসা ও কারহুন ইত্যাদিকে বীরভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। এরপর ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে বীরভূম সমাহর্তালয়কে (Collectorate) বিলোপ করা হয়।[২০] এটিকে মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যোগ করা হয়। বর্ধিত অংশটির দায়িত্বে একজন সহকারী সমাহর্তাকে রাখা হয়। যিনি বর্তমান বীরভূম জেলার সিউরি থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ঐ একই বছরেই, আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বৃহৎ অংশকে বীরভূমের বিচারকের অধীনে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর প্রায় দশ বছর সময়কাল পর্যন্ত জেলার অধিক্ষেত্রের কোন সংযোজন ও বিয়োজনের কথা জানা যায়নি। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বীরভূম সমাহর্তালয়কে সরিয়ে আনা হয় এবং পুনরায় বীরভূম সমাহর্তালয় তৈরি করা হয়।[২১]

এরপর পরবর্তী তিন বছর সময়কাল জেলার এক্তিয়ারের কোন পরিবর্তনের কথা জানা যায়নি। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ লণ্ডন চুক্তির শর্তানুযায়ী কালিকাপুর গ্রামকে ডাচ কোম্পানির কাছ থেকে অর্জন করে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[২২] এরপর প্রায় নয় বছর আর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে পালসা থানাকে বীরভূম জেলা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় পুনরায় স্থানান্তরিত করা হয়।[২৩] ঐ একই বছরেই ভরতপুর থানাকে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে কেটে নিয়ে বীরভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এরপর প্রায় চার বছর আর কোন পরিবর্তনের কথা জানা যায়নি। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পালসা থানাকে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে আবার বীরভূমে ঠেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরবর্তী আট বছর সময়কাল আর কোন পরিবর্তনের কথা জানা যায়নি। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে কালিকাপুর ও ফারাকাবাদ থানা দুটিকে বর্তমান বিহার রাজ্যের ভাগলপুর জেলা থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ভরতপুর থানাকে বীরভূম জেলা থেকে আবার মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ একই বছরে, ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জলঙ্গি ও নওদা থানাকে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নদীয়া জেলার করিমপুর উপবিভাগের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[২৪]

১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর ধরে জেলায় রাজস্ব সমীক্ষার কাজ চলেছিল। এই সমীক্ষাটি করেছিলেন জি. ই. গাসট্রেল। তিনি তাঁর *'Statitical and Geographical Report of the Moorshedabad District (1852-1855)'*-তে লিখেছেন যে, এই সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় উনিশটি থানা বিদ্যমান ছিল।[২৫] থানাগুলির নাম ছিল এরকম,—সামসেরগঞ্জ, সুতি, পালসা, মীর্জাপুর, খামরা, দেওয়ান সরাই, রাণিতলাস, গোয়াস, দৌলতবাজার, উত্তর শহর থানা, দক্ষিণ শহর থানা, চায়েনডাঙ্গা, কল্যাণগঞ্জ, বদ্রীহাট, গোকর্ন, খড়গ্রাম, ভরতপুর, বড়ঞা ও হরিপাড়া। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঐ সময়ে জেলার মোট আয়তন ছিল ২৬৩৪.৪৫ বর্গমাইল, আর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির আয়তন বাদ দিয়ে জেলার আয়তন ছিল ২৪৯২.৬২ বর্গমাইল। রাজস্ব সমীক্ষার পর, মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর দিকে অবস্থিত দশ-হাজারি পরগনাকে সাঁওতাল পরগনায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।[২৬] এরপর ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া থেকে বিধুপাড়া, লোকনাথপুর, একডালা, নাজিরপুর, আন্দুল বেড়িয়া, ডাকাতিয়াপোতা, বালিসহ ৩৪টি গ্রামকে মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়।

এইভাবে বারংবার প্রশাসনিক এলাকাগুলির পরিবর্তনের ফলে রাজস্ব সংগ্রহের এককগুলি ক্রমশ শিথিল, অসংবদ্ধ ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। রাজস্ব সমীক্ষক জি. ই. গাসট্রেল পরগণাগুলির উপর পর্যবেক্ষণ করে লিখেছেন যে, "Compact at first by the constant change of landed property, from the hands of one party to another, these divisions have become strangely intermixed and confused one with another. Men holding Estates in one Pergunnah and District subsequently bought, or acquired by marriage, gift or exchange, etc., land in other Pergunnahs. These new lands they designated by the Pergunnah name of their chief Estate, and so were they eventually entered on the Rent-Rolls of the Collectorate. In this way, the land of many villages do not belong to one and the same Pergunnah, or even District, but to several".[২৭] এইভাবে একটি পরগণা বা জেলার জমি অন্য পরগণা বা জেলার রাজস্ব তালিকায় ঢুকে পড়ায় দেখা যায় যে, মুর্শিদাবাদের রাজস্ব তালিকায় ঢুকে পড়েছে ঢাকা ও চব্বিশ পরগনার জমি। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজস্ব সমীক্ষক বলেছিলেন যে, তিনি মুর্শিদাবাদ জেলায় এমন কিছু স্থান খুঁজে পেয়েছেন; সেই সমস্ত এলাকার জনগণ ঢাকা ও চব্বিশ পরগনার সমাহর্তাকে রাজস্ব প্রদান করে।[২৮]

এক্তিয়ারের এই অসংগতির কারণে বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। অসুবিধাগুলি দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত ছিল। বিশেষত মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্তে নানান সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে, "The boundary line to the west is most confused, land belonging to one district being frequently found within the boundary of another. In fact, boundary line one this side there is none. The question whether a particular village belongs to murshidabad or to Birbhum has often to be decided by a reference to the survey records".[২৯] ঐ একই সময়ে, প্রায় ১৮টি পরগনা সম্পূর্ণভাবে মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী এবং ম্যাজিস্ট্রিয়াল এক্তিয়ারের বাইরে ছিল না, কিন্তু পরগনাগুলির অধিকাংশ গ্রামই রাজস্ব কর্মকর্তাদের আর্থিক কর্তৃত্বের অধীন ছিল।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে জেলার এক্তিয়ারের পরিবর্তন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এই সময় বড় বড় সংযোজন ও বিয়োজন ঘটানো হয়েছিল। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের সীমানার মধ্যে সংশোধন করা হয় এবং পুরানো বিভ্রান্তির উৎসগুলিকে অনেকাংশেই অপসারিত করা হয়।[৩০] ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল এবং এটি ঐ মাসের ২৪ই তারিখে তা কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়। যাতে বলা হয়েছিল যে, গঙ্গা বা পদ্মা নদী এবং জলঙ্গি নদীর প্রবাহিত স্রোত দ্বারা উত্তর-পূর্ব, পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে; এবং গঙ্গা বা পদ্মা নদীর ডান তীরে অবস্থিত মালদা জেলার গ্রামগুলিকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।[৩১] জেলার দক্ষিণ দিকের সীমানাও অবশ্য সরলীকৃত করা হয়েছিল। তবে পশ্চিম দিকের সীমানার ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমে অবস্থিত বীরভূম থেকে ৩৯টি গ্রাম ও সাঁওতাল পরগণা থেকে ৭টি গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়।[৩২] ঐ একই বছরে, ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর আরও একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল এবং সেটি ১০ই নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল যে, জেলার পশ্চিম সীমান্তে আরও পরিবর্তন করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় ১৭০টি গ্রাম বীরভূমে স্থানান্তর করা হয়েছে।[৩৩] এই ঘটনার পরবর্তী তিন বছর সময়কাল পর্যন্ত আর কোন পরিবর্তনের কথা জানা যায়নি। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বারওয়ান (১০৮ বর্গমাইল) থানাকে বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থানান্তর করা হয় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার রামপুরহাট ও নলহাটি থানাদুটিকে বীরভূম জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৩৪] এই সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ২০টি থানা বিদ্যমান ছিল। থানাগুলির নাম এরূপ,— সামসেরগঞ্জ, সুতি, লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ, ভগবানগোলা, সাগরদিঘী, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর শহর, হরিহরপাড়া, রাণীনগর, বেলডাঙ্গা, ডোমকল, নওদা, জলঙ্গি, নবগ্রাম, কান্দি, খড়গ্রাম, ভরতপুর এবং

বারওয়ান। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জেলার বর্তমান আকৃতি কমবেশি স্থির রয়েছে।[৩৫] ঐ বছর থেকে জেলার আয়তন ও গঠন মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত রয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার মানচিত্র—১৮৭৯

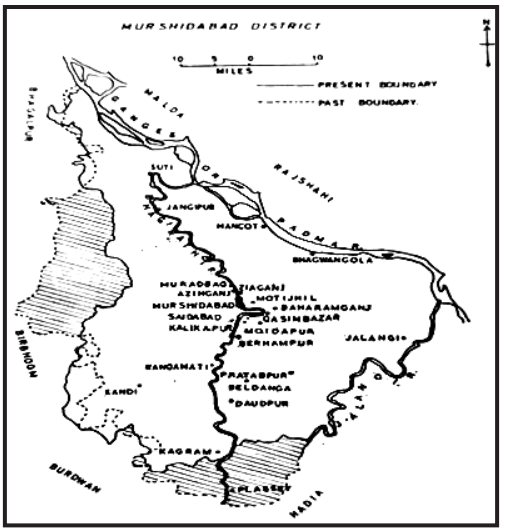

উৎস: Mohsin, Khan Mohammad, (1973). *A Bengal District in Trantition: Murshidabad 1765-1793,* Asiatic Society of Bangladesh.

জেলার এক্তিয়ারের পরিবর্তন বিশ শতকেও অব্যাহত ছিল। পদ্মার গতিপথের বিচ্যুতির জন্য ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলার ৪টি গ্রামকে মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়।[৩৬] যাই হোক, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই সময় মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার কতিপয় অংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদের প্রশাসনকে পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তর করা হয়।[৩৭] তবে র‍্যাডক্লিফ লাইন বরাবর পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমানা চিহ্নিত করতে গিয়ে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। র‍্যাডক্লিফের নির্দেশ অনুযায়ী গঙ্গা-পদ্মা নদীর মূলস্রোতের ঠিক মাঝ বরাবর আন্তর্জাতিক সীমানার অবস্থান ছিল। কিন্তু জলঙ্গির কাছে পদ্মা নদীতে কয়েকটি চর থাকায় এখানে মধ্যস্রোতের নিশানা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই সংশয় নিরসনের জন্য ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাগে ট্রাইবুনাল নিয়োগ করা হয় এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে এটি একটি সমাধান প্রদান করে।[৩৮] ব্যাগে ট্রাইবুনালের রায় অনুযায়ী চর শরন্দাজপুর ও পার্শ্ববর্তী একটি চরের কিছু অংশ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধিকাংশ চর এলাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জেলার এক্তিয়ারের কোন বড় ধরণের পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া জেলার করিমপুর থানার টলটলি ও পরাশপুর নামে দুটি মৌজা মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়।[৩৯]

জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের আত্মপ্রকাশের পর থেকে প্রতিবেশী জেলাগুলির সঙ্গে তার এক্তিয়ারের পরিবর্তন করা হয়েছে অনেকবার, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। ফলত যার প্রভাব জেলার আয়তন ও মৌজার সংখ্যার উপরও পড়েছে। নীচে একটি সারণীর সাহায্যে বছর অনুসারে জেলার আয়তন ও মৌজার সংখ্যা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

জেলার আয়তন ও মৌজার সংখ্যার পরিবর্তন		
সাল	**আয়তন (বর্গকিমি.)**	**অধ্যুষিত গ্রামীণ মৌজার সংখ্যা**
১৮৭২	৬৬৭৬.৯৮৯	-
১৮৮১	৫৫৫২.৯৩৫	-
১৮৯১	৫৫৫২.৯৩৫	-
১৯০১	৫৫৫০.৩৪৫	৩৬৬৮
১৯১১	৫৫৫০.৩৪৫	১৮৭৯
১৯২১	৫৪৯৩.৩৬৫	১৯৬৭
১৯৩১	৫৪১৫.৬৬৫	১৮২৯
১৯৪১	৫৩৪৩.১৪৫	১৮৯৭
১৯৫১	৫৩৬৬.৭১	১৯০১
১৯৬১	৫৩৬৬.৯৭	১৯৩২
১৯৭১	৫৩৪১	২২২৬
১৯৮১	৫৩২৪	২২২৬

উৎস: (১). Mitra, Asoke, (1953). *District Census Handbook (1951): Murshidabad*, Sree Saraswaty Press. (২). Ray, Bisweswar, (1961). *District Census Handbook - 1961: Murshidabd*, Published by the Superintendent Government Printing, West Bengal, Printing by the Anu Press. (৩). Sen, Vikram, (2004). *Census of India 2001: District Census Handbook Murshidabad*, Directorate of Census Operations, West Bengal.

উপরের তালিকাটি থেকে এটি প্রতিভাত হয় যে, ১৮৭২ সালে জেলার আয়তন ছিল ৬৬৭৬.৯৮৯ বর্গকিলোমিটার। তবে ১৯০১ সালের আগের থেকে মৌজার সংখ্যার কথা জানা যায়নি। যাই হোক, ১৮৮১ সালে আয়তন কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৫৫২.৯৩৫ বর্গকিলোমিটার। ১৯০১ সালে তা আবার কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৫৫০.৩৪৫ বর্গকিলোমিটারে। এই সময় জেলার গ্রামীণ মৌজার সংখ্যা ছিল ৩৬৬৮টি। ১৯১১ সালে জেলার আয়তনের কোন পরিবর্তন হয়নি, তবে মৌজার সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৮৭৯টিতে। ১৯২১ সালে জেলার আয়তন হ্রাস পেয়ে হয় ৫৪৯৩.৩৬৫ বর্গকিলোমিটার ও মৌজার সংখ্যা বেড়ে হয় ১৯৬৭টি। ১৯৩১ সালে আয়তন হ্রাস পেয়ে হয় ৫৪১৫.৬৬৫ বর্গকিলোমিটার ও মৌজার সংখ্যা কমে হয় ১৮২৯টি। ১৯৪১ সালে জেলার আয়তন কমে হয় ৫৩৪৩.১৪৫ বর্গকিলোমিটার ও মৌজার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৮৯৭টি। ১৯৫১ সালে জেলার আয়তন ও মৌজার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেড়ে হয় ৫৩৬৬.৭১ বর্গকিলোমিটার ও

১৯০১টি। ১৯৬১ সালে জেলার আয়তনের কোন পরিবর্তন হয়নি, তবে মৌজার সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বেড়ে হয় ১৯৩২টি। ১৯৭১ সালে আয়তন ও মৌজার সংখ্যা উভয়ই পূর্বের তুলনায় বেড়ে হয় ৫৩৪১ বর্গকিলোমিটার ও ২২২৬টি। ১৯৮১ সালে পূর্বের তুলনায় আয়তন হ্রাস পেয়ে হয় ৫৩২৪ বর্গকিলোমিটার, কিন্তু মৌজার সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয়নি।

পরিশেষে একথা বলা যেতে পারে যে, ঔপনিবেশিক পর্বে জেলার এক্তিয়ারের পরিবর্তনের পশ্চাতের কারণ হিসাবে একদিকে ইংরেজদের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার বিষয়টি যেমন কার্যকর ছিল, অপরদিকে তাদের বাণিজ্যিক অভিসন্ধিও কম ভাবনাচিন্তার ব্যাপার ছিল না। প্রতিবেশী জেলাগুলির সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চল সমূহের যোগ-বিয়োগের স্বার্থান্বেষী খেলায় সাধারণ মানুষ তথা জনজীবনের মানসিক ও শারীরিক কষ্টের শেষ ছিল না। তবে স্বাধীনোত্তর পর্বে মূলত শাসনকার্যের সুবিধা ও জনগণের মঙ্গলের কথা ভেবেই জেলার এক্তিয়ারের পরিবর্তন করা হয়েছিল। আবার এই পর্বের অধিক্ষেত্রের পরিবর্তনের পরিনামস্বরূপ মুর্শিদাবাদ জেলা প্রায় অপরিবর্তিত আছে। যাই হোক, আলোচ্য সময়কালে এক্তিয়ারের পরিবর্তনের দরূণ পূর্বের তুলনায় জেলার আয়তন ও মৌজার সংখ্যা উভয়ই হ্রাস পেয়েছে।

সূত্র নির্দেশ:

১. বড়াল, কৌশিক ও সরকার, উজ্জ্বল কুমার, (২০২১), *মুর্শিদাবাদের ভৌগোলিক ইতিহাস*, জে. কে. বুকস, পৃ. ৪৭।

২. মুখোপাধ্যায়, শ্যামধন, (১৮৬৪), *মুরশিদাবাদের ইতিহাস*, ধুমা-সিন্ধু প্রেস, পৃ. ২৩।

৩. Khatun, Rozina, & Jha, Sanjay Kumar, (2018). Changes in Land Use and Land Cover by Using Remote Sensing Data: A Study from Murshidabad District, West Bengal, *International Journal of Innovative Studies in Sociology and Humanities*, Vol. 03, Issue. 05, p. 22.

৪. মণ্ডল, ড. সোমা দাস, (২০২০), *রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গীত সংস্কৃতি ও সাধারণ মানুষের কথা*, লোকোগান্ধার (Lokogandhar), ইউ আর এল: https://www.lokogandhar.com, প্রবেশ করা হয়েছে ০৪.০১.২০২৩ তারিখে।

৫. Government of West Bengal, (2020). *District Survey Report of Murshidabad (For Mining of Minor Minerals)*, Issued by Ministry of Environment Forests and Climate Change, p. 23.

৬. Proceedings of the Governor General (Revenue), 25th April 1786, pp. 17-19.

৭. মণ্ডল, প্রদ্যুৎ, (২০২৩), নগর মুর্শিদাবাদ থেকে জেলা মুর্শিদাবাদের উত্তরণ, ১৭০৪-১৭৮৬, *এবং প্রান্তিক*, বর্ষ ১০, সংখ্যা ২৩, পৃ. ৫৫০।

৮. Government of West Bengal, (2020). *op.cit*., p. 31.

৯. Mohsin, Khan Mohammad, (1966). *A Study of Murshidabad District (1765 - 1793)*, A Ph.D. Thesis, The University of London, London, p. 21.

১০. Sinha, Narendra Krishna, (1967). (Ed.). *The History of Bengal (1757-1905)*, Calcutta University Press, p. 84.

১১. Seton-Karr, W. S., (1864). *Selection from Calcutta Gazettes for the Years 1784, 1785, 1786, 1787 and 1788: Showing the Political and Social Condition in English in India; Eighty Years Ago*., O. T. Cutter-Military Orphan Press, p. 175.

১২. Letter from the Edward Otto lves, Esq., Magistrate of Moorshedabad, to the Governor General and Gentleman of the Council of the Revenue, dated 26th May 1785.

১৩. *Ibid*., Dated 13th June 1785.

১৪. O'Malley, L. S. S., (1914). *Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, Bengal Secretariat Book Department, p. 60.

১৫. Hunter, William Wilson, (1894). *Bengal MS. Records (A Selected List of 14136 Letters): In the Board of Revenue, Calcutta, 1782-1807, With an Historical Dissertation and Analytical Index, Vol. 01 (1782-1793)*, W. H. Aillen and Co. Ld., pp. 139-140.

১৬. Secretary of State for India in Council, (1908). *Imperial Gazetteer of India: Vol. 18*, The Clarendon

Press, pp. 46-47.
১৭. Seton-Karr, W. S., (1864). *op.cit*., p. 175.
১৮. Mohsin, Khan Mohammad, (1966). *op.cit*., p. 21.
১৯. Hunter, W. W., (1876). *A Statistical Account of Bengal: Vol. 09*, Trubner and Co., p. 19.
২০. O'Mally, L. S. S., (1910). *Bengal District Gazetteer: Birbhum*, The Bengal Secretariat Book Department, p. 27.
২১. *Ibid*.
২২. Ray, Bisweswar, (1961). *District Census Handbook-1961: Murshidabad*, Published by the Superintendent Government Printing, West Bengal, Printing by the Anu Press, p. 7.
২৩. *Ibid*.
২৪. *Ibid*.
২৫. Gastrell, G. E., (1860). *Statitical and Geographical Report of the Moorshedabad District (1852-1855)*, Bengal Secretariat Press, p. 21.
২৬. O'Malley, L. S. S., (1910). *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, Bengal Secretariat Book Dept., p. 54.
২৭. Gastrell, G. E., (1860). *op.cit*., p. 2.
২৮. O'Malley, L. S. S., (1914). *Bengal District Gazetteers: Murshidabad*, *op.cit.*, p. 65.
২৯. *Ibid*.
৩০. মুখোপাধ্যায়, ড. আদিত্য, (২০১৩), *রাঙামাটির গ্রাম*, বলাকা, পৃ. ৩৬।
৩১. The Calcutta Gazette, 6th January to 31st March 1875, Government of West Bengal, 1875, p. 56.
৩২. O'Mally, L. S. S., (1910). *Bengal District Gazetteer: Birbhum*, The Bengal Secretariat Book Department, p. 27.
৩৩. Mukharji Bahadur, Rai Bijay, (1938). *Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Murshidabad (1924-1932)*, Bengal Government Press, p. 102.
৩৪. O'Mally, L. S. S., (1910). *Bengal District Gazetteer: Birbhum*, *op.cit*., p. 27.
৩৫. সাঁধুখা, সুদীপ্ত ও মণ্ডল, গোপাল, (২০২২), *দক্ষিণবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসে নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃ. ৬।
৩৬. Ray, Bisweswar, (1961). *op.cit*., p. 8.
৩৭. বিশ্বাস, সুভাষ, (২০২৩), (সম্পা.), *আধুনিক যুগের বাংলা: রাজনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি*, দিশা প্রকাশনী, পৃ. ১৩৭।
৩৮. Mitra, Asoke, (1953). *District Census Handbook 1951: Murshidabad*, Sree Saraswaty Press, p. 1.
৩৯. বিশ্বাস, সুভাষ, (২০১৫), *উদ্বাস্তু সমস্যার আর্থ-সামাজিক প্রভাব: নদীয়া জেলার উপর একটি সমীক্ষা (১৯৪৬-১৯৭২)*, পিএইচ.ডি. থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৭।